KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA

E-CONTENT

DEPARTMENT: MUSIC

SEMESTER: IV (PROGRAMME)

SESSION: 2020-2021

SUBJECT: HISTORY OF INDIAN MUSIC

(APMUS/401/C-1D)

TOPIC- Development of the following Gharanas in Hindustani Music & their characteristics: Visnupur, Jaypur, kirana, Patiala, Gwalior, Agra, Beneras, Senia

NAME OF TEACHER: PROF. SANGITA SARKAR DEY

আগ্রা ঘরাণা(AGRA GHARANA):

হাজি সুজান খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক বলে অনেকে মনে করেন, তবে বহুল প্রচারের জন্য গগে খোদাবক্স এবং পরবর্তীকালে সংগীত মার্তণ্ড উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর জন্মস্থান আগ্রা, আবার গগে খোদাবক্স ও গোয়ালিয়র হতে আগ্রায় চলে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাই এই ঘরাণা 'আল্ল' ঘরাণা নামে পরিচিত। এই ঘরাণার অন্যান্য যশস্বী শিল্পী হলেন বিলায়েত হুসেন খাঁ, আলফাত হসেন প্রভৃতি। আগ্রা ঘরাণার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

ক) নোম্-তোম্-সমন্বিত আলাপ

খ) ধ্রুপদাঙ্গের খেয়াল গায়ন;

গ) উচ্চাঙ্গের লরকারীর কাজ ;

ঘ) কাওয়ালীর ঢঙ্গে বোল তৈরীর নৈপুণ্য এবং

ঙ) ধ্রুপদ ও ছোট খেয়ালে বিশেষ দক্ষতা।

গোয়ালিয়র ঘরাণা(GWALIOR GHARNA):

কল্যাণ মল্লের সময়ে গোয়ালিয়র ঘরাণার উদ্ভব হয়। ....অন্যমতে নখন পীরবক্স এই ঘরাণার উদ্ভাবক। লক্ষ্ণৌ হতে গোয়ালিয়রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন বলে তার প্রবিতত ঘরাণার নাম হয় গোয়ালিয়র ঘরাণা। এই ঘরাণার ধারক ও বাহকদের মধ্যে হসু ও হদু খাঁ, বালকৃষ্ণ বুয়া, মেহেদী হুসেন, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর, পণ্ডিতওস্কারনাথ ঠাকুর, বিনায়করাও পটবর্ধন প্রকৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নোক্তরূপ:

ক) আ-কারান্ত আলাপ,

খ) উদাত্ত কণ্ঠস্বরের তথা খোলা আওয়াজের প্রয়োগ ,

গ) লয়কারী ও সপাট তানে দক্ষতা ,

ঘ) স্বরবিস্তারে কুশলতা ,

এবং

ঙ) বৈচিত্র্যময় বোলতান।

জয়পুর ঘরাণা(JOYPUR GHARANA):

মহম্মদ আলি (মনরঙ্গ)-কে জয়পুর ঘরাণার প্রবর্তক বলা হয়। এই ঘরাণার শিল্পীদের মধ্যে আশিক খাঁ, গোরথী বাঈ ইত্যাদি নাম উল্লেখ্য। বর্তমানে জয়পুর ঘরাণার কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পী নেই, তাই এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনেকে বলেন পাতিয়ালা ও আহ্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা জয়পুর ঘরাণারই উত্তরবাহক।

কিরানা ঘরাণা(KIRANA GHARANA):

বীণকার বন্দে আলি খাঁর সময় কিরানা ঘরাণার প্রচলন অনুমান করা হয়; কিন্তু এই ঘরাণাকে সমৃদ্ধ তথা জনপ্রিয় করেছেন উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। এই ঘরাণার উত্তরসাধক এবং সাধিকাদের মধ্যে রজ্জব আলি খাঁ, সওয়াই গন্ধর্ব, বহরে বুয়া, হীরাবাঈ বরোদেকর, গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, রোশেনারা বেগম, সরস্বতী রাণে ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

কিরানা ঘরাণার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

ক) রাগ-রূপ বিস্তারে অসামান্য দক্ষতা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঠুংরী গায়ন ,

খ) মনোরঞ্জক 'সরগ'-এর প্রয়োগ ,

গ) রাগের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা তথা প্রাণসঞ্চারে বিশেষ প্রবণতা ,

ঘ) সুষম লয় ও পরিচ্ছন্ন বিস্তার

এবং

ঙ) তিন সপ্তকেই সহজ গতায়াত।

পাতিয়ালা ঘরাণা(PATIALA GHARANA):

আলী বকস্ ও ফতে আলী এই দুই ভাইকে পাতিয়ালা ঘরাণার জনক বলা হয়। মতান্তরে কালে খাঁকে এই ঘরাণার প্রবর্তক বলা হয়। এই ঘরাণার বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন। বড়ে মিঞা কালু খাঁ, আলী বক্সের পুত্র গুলাম আলী খাঁ এবং বর্তমানে গুলাম আলীর পুত্র উস্তাদ মুনাব্বার খাঁ। পাতিয়ালা ঘরাণার বৈশিষ্ট্য :

(ক) খেয়ালের চলন লঘু প্রকৃতির ;

(খ) তানগুলির প্রয়োগনৈপুণ্য অসাধারণ;

(গ) দ্রুতলয়ে সপাতান;

(ঘ) ঠুংরী গায়নে বিশেষ প্রবণতা ও দক্ষতা

এবং

(ঙ) অতি 'তার' সপ্তকে সহজেই কণ্ঠচালনা।

বিষ্ণুপুর ঘরাণা(VISNUPUR GHARANA):

তানসেনের বংশধর উস্তাদ বাহাদুর খাঁ যে নতুন গায়নশৈলী সৃষ্টি করেন তাকেই বিষ্ণুপুর ঘরাণা বলা হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় এক অধিপতি রঘুপতি সিংহ বাহাদুর খাঁকে সভাগায়কের পদ অলংকৃত করবার জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন। তাই বাহাদুর খাঁর কর্মস্থান বিষ্ণুপুরের নামেই এই ঘরাণার নামকরণ হয়েছে। এই ঘরাণার উত্তরসাধকদের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গঙ্গাধর চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাধিকামোহন গোস্বামী এবং অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার পুত্র গোপেশ্বর, রামপ্রসন্ন, সুরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ।। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ঘরাণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আধুনিক কালে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরাণার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এই ঘরাণার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) ধ্রুপদ গায়নে বিশেষ দক্ষতা ;

(খ) ধ্রুপদাঙ্গ খেয়াল গায়নের প্রবণতা।

(গ) তান ও বোলতানে পারঙ্গমতা ;

(ঘ) কঠিন লয়কারীর প্রাধান্য

এবং

(ঙ) ছন্দ প্রকরণে দক্ষতা।

সেনী ঘরাণা (SENIA GHARANA):

তানসেন-পুত্রদের মাধ্যমে যে ঘরাণার প্রবর্তন হয়েছে তাকেই সেনা ঘরাণা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তানসেনের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র সুরত সেনই ছিলেন সেতারী এবং মিশ্রী সিংহ ছিলেন বীণকার। অমৃতসেনের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে আমীর খাঁ, বরকতউল্লা খাঁ, ইমদাদ খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য এবং পরবর্তীকালে এদের মাধ্যমে একাধিক উপ-ঘরাণার সৃষ্টি হয়। ইমদাদখাকেই সেতারের একটি ঘরাণার জনকের সম্মান দেওয়া হয়। এই ঘরাণার সার্থক উত্তরসাধক ইমদাদ খাঁয়ের পুত্র এনায়েৎ খা এবং এনায়েত খাঁয়ের পুত্র বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতার বাদক বিলায়েত খাঁ। বরকতউল্লা খায়ের শিষ্য আশিক আলী খাঁ সেতারের এক বিশেষ শৈলীর স্রষ্টা এবং সুপ্রসিদ্ধ সেতার বাদক মুস্তাক আলী খাঁ তারই ধারক ও বাহক ছিলেন। বীণকার মুরাদ বাঁয়ের শিষ্য বাবু খাঁ ছিলেন একজন উচ্চকোটার সেভারী এবং তাঁর বাদনশৈলী বাবুখার ঘরাণা নামে বিখ্যাত। এই ঘরাণার অন্যতম প্রতিনিধি হচ্ছেন আব্দুল হালিম জাফর খাঁ।

বীপকার মিস্ত্রী সিংয়ের শিষ্য ছিলেন রামপুরের উজীর খাঁ। এই উজীর বীর শিয়া ছিলেন আলাউদ্দীন । আলাউদ্দীন বা নিজেই ছিলেন একটি যুগ। মূলতঃ সরোদিয়া হলেও তিনি ছিলেন একাধারে গায়ক এবং সর্ব বাদ্য বিশারদ। আলাউদ্দীন খাঁ সৃষ্ট ঘরাণাই তার পুত্র শিষ্য-প্রশিষ্যদের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রচারিত। এই ঘরাণার উল্লেখ্য সেতারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন পঃ রবিশঙ্কর, সরোদ বাদকদের মধ্যে আলী আকবর খাঁ (পুত্র) এবং পঃ যতীন ভট্টাচার্য (শিষ্য)। তবে আত্মপ্রচার বিমুখ আলাউদ্দীন দুহিতা অন্নপূর্ণা দেবী এই ঘরাণার শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধিকা।